ইতিবাচক শাসনকে উৎসাহিত করা এবং শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধ করা

দ্য চিলড্রেন অ্যাসিস্টেন্স প্রোগ্রাম (ক্যাপ), লাইবেরিয়া

লাইবেরিয়ার পটভূমি

- লাইবেরিয়াতে স্কুল বা ঘরে আইনগতভাবে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ নয়। যদিও সরকার স্কুলগুলোকে কঠোর সতর্কতা প্রদান করে যে শারীরিক শাস্তি বা অন্য যে কোনো শাস্তি যা শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি সাধান করে সেগুলোর অনুমতি নেই, কিন্তু এই সতর্কতাগুলো সবসময় মেনে চলা হয় না।
- কোভিড-১৯ এর সময় নারী ও শিশুদের প্রতি যৌন শোষণ ও নির্যাতনের ঘটনা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে নিয়মিতভাবে যৌন নির্যাতনের, বিশেষত ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া গেছে।
- লকডাউনের পর স্কুল যখন আবার খুলেছে, কিছু কিছু মা-বাবার সামর্থ্য ছিল না তাদের সন্তানদের আবার স্কুলে পাঠানোর।
- শিশুরা জানিয়েছে যে তারা ঘরে অনিরাপদ বোধ করে যেহেতু প্যানডেমিকের সময় হিংসা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার সাথে সাথে কৈশোরে গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চর্চা: ইতিবাচক শাসনকে উৎসাহিত করা এবং শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধ করা

শারীরিক শাস্তি বন্ধ করতে, ক্যাপ কিনশিপ কেয়ারের উপরে একটি স্কোপিং স্টাডি পরিচালনা করেছিল।এর থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে শারীরিক শাস্তির ফলে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয় ধরণের সমস্যাতেই ভোগে। স্টাডিটিতে দেখা যায় যে এমন একটি প্রোগ্রাম ডিজাইন করার প্রয়োজন ছিল যা কিনশিপ কেয়ারগিভার সহ মা-বাবাদের **সবচাইতে কার্যকর ইতিবাচক শাসনের** ব্যাপারে **শিক্ষা প্রদান** করবে যেন সন্তানদের আচরণকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়। এর সাথে, স্কুল ও কমিউনিটিতে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করতে শিশু সুরক্ষা সংগঠনগুলো তাদের অ্যাডভোকেসির মাত্রা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল।

চর্চাগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল

ধাপ ১- বেসলাইন জরিপ
শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তির প্রভাব নির্ণয় করতে প্যানডেমিকের আগে একটি বেসলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিল। শিশু সুরক্ষার ব্যাপারে এর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবং অংশগ্রহণমূলক স্কোপিং স্টাডি টুল ব্যবহার করে, ক্যাপ কোয়ালিটেটিভ মেথডলজি ব্যবহার করেছিল স্কুল ও ঘরে শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তির বিষয়টি বুঝতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজন করা হয়েছিল যারা স্কুলগুলোর একটি তালিকা প্রদান করেছিল।এরপর ক্যাপ র‍্যানডম স্যাম্পলিং ব্যবহার করেছিল স্কুল বাছাই করার জন্য।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করে, ক্যাপ স্কোপিং স্টাডির জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করেছিল এবং উত্তরদাতাদের সাথে ওয়ান-অন-ওয়ান সাক্ষাৎকার পরিচালনা করেছিল। উত্তরদাতারা ছিলেন অধ্যক্ষ, শিক্ষক, মা-বাবা, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী, এবং স্কুলের বাইরে থাকা শিশুরা। ১৬ টি প্রাইভেট ও দুটি সরকারী স্কুল থেকে উত্তরদাতাদের র‌্যানডমভাবে বাছাই করা হয়েছিল।২০০ এর বেশি অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল যার মাঝে ছিল স্কুলে থাকা শিশুরা, স্কুলের বাইরে থাকা শিশুরা, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও মা-বাবা/অভিভাবক।

জরিপের ফলাফল

- শিশুরা ঘর ও বাসা উভয় জায়গাতেই শারীরিক শাস্তির শিকার হয়।
- ১০০% শিশুরা বলেছে যে তা শারীরিক শাস্তিকে ভয় পায়।
- ৯০% প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে শারীরিক শাস্তি একটি শিশুকে শাসন করার কার্যকর পদ্ধতি নয়।
- ৮০% প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে শারীরিক শাস্তি ভালো চরিত্র গঠনের দিকে পরিচালিত করে না।
- শারীরিক শাস্তির নেতিবাচক শারীরিক, আবেগীয় ও মানসিক প্রভাব রয়েছে।
- শারীরিক শাস্তির প্রভাগুলোর মাঝে রয়েছে ব্যাথা, শরীরে ফোস্কা, ভয়, পড়াশোনায় খারাপ করা, নিরুৎসাহ, আত্ম-সম্মানবোধের ঘাটতি, একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং স্কুল থেকে ঝরে যাওয়া।
- ৭৫% প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতা বলেছিলেন যে তারা শিশুদের শাসন করার জন্য শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করতে আইন করাকে সমর্থন করেন।
- ১০০% স্কুলে লাঠি ব্যবহার করা হয়।

ধাপ ২ - স্টেকহোল্ডারদের সভা

স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জরিপের ফলাফলগুলো জানাতে। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্কুলের অধ্যক্ষ, অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা, মা-বাবা ও অভিভাবক, এবং ক্যাপ এর প্রতিনিধিরা। তারা স্কুল ও কমিউনিটিতে শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে ইতিবাচক শাসনের ব্যাপরে আলোচনা করেন, যার ফলে স্কুলের প্রশাসন ক্যাপকে তাদের স্কুলে অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন করতে রাজি হয়।

স্টেকহোল্ডাররা শারীরিক শাস্তির বিকল্প হিসেবে ইতিবাচক শাসনকে প্রোমোট করার ধারণাতে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে একমত হয়েছিলেন:

- প্রজেক্টটির সাথে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা ও সহায়তা করতে।
- স্কুল ও কমিউনিটিগুলোতে শারীরিক শাস্তির বিকল্প হিসেবে ইতিবাচক শাসনে ব্যবহার করার প্রচার করতে সহযোগী হতে।
- শারীরিক শাস্তির ব্যাপারে সরকারের নীতি যেন মেনে চলা হয় তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করতে।

ধাপ ৩ - অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন ও সংবেদনশীলতা

স্কুল ও কমিউনিটিগুলোতে শারীরিক শাস্তির বিকল্প হিসেবে ইতিবাচক শাসন ব্যবহার করতে অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছিল।
বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল।

- তথ্য, শিক্ষ ও যোগাযোগের (আইইসি) উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইতিবাচক শাসনকে উৎসাহিত করে বার্তা সংবলিত ফ্লাইয়ারস মাঠ কর্মীরা বিতরণ করেছিলেন এবং স্কুল ও বিল্ডিংগুলোতে লাগানো হয়েছিল।
- মাঠ কর্মীরা স্কুল কর্তৃপক্ষ, ছাত্রছাত্রী, মা-বাবা ও অভিভাবক, স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের সাথে জড়িত হয়েছিলন তাদেরকে এই প্রজেক্টটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে।

- ক্যাপ ইতিবাচক শাসনের ব্যাপারে একটি জিঙ্গেল প্রস্তুত করেছিলেন যেগুলো দুটি রেডিয়ো স্টেশনে প্রচারিত হয়েছিল। ক্যাপের নির্বাহী পরিচালক এবং দুইজন মাঠ কর্মী রেডিয়ো টক শোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন শারীরিক শাস্তির বিকল্প হিসেবে ইতিবাচক শাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে। শ্রোতাদের প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল।

কোভিড -১৯ এর আলোকে চর্যাটি কীভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল

প্রাথমিক পর্যায়ে, যে নিরাপত্তা পদক্ষেপগুলোর প্রয়োজন ছিল, তার কারণে প্রোগ্রামটি বিরত রাখা হয়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ মোতাবেক কোভিড-১৯ বিধি মেনে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে, সবকয়টি কর্মকান্ড অল্প সংক্ষক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়েছিল।

প্রভাব

- ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নের ছয় মাসেরও পরে, পরিবারগুলোতে শিশুদের প্রতি হিংসা হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছিল।
- আটটি স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং কমিউনিটির ৫৫টি পরিবারের শিশুরা জানিয়েছিল ঘরে হিংসার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল বা কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রজেক্টের পূর্বে বেশিরভাগ পরিবারগুলো বিশ্বাস করত যে শিশুদের শাসন করার জন্য শারীরিক শাস্তি হচ্ছে সবচাইতে উত্তম।
- যদিও পরিবারগুলোতে আচরণগত পরিবর্তন প্রতিষ্ঠা করতে সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পারিবারিক পরিবেশে শিশুদের উপর হিংসা ও নির্যাতন হ্রাসের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

চর্যাটি কেন কার্যকর ছিল

স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ

- ক্যাপ কর্মীরা প্রতিটি কমিউনিটিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে জড়িত হয়েছিল। এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রথমত প্রজেক্টটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে এবং নেতাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে, ও দ্বিতীয়ত, কমিউনিটিকে জড়িত করতে এবং তাদের কী করা প্রয়োজন তা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে।
- সকল স্টেকহোল্ডার, যার মাঝে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় আইনসভা, বিদ্যালয়, মা-বাবা, গীর্জা ও মসজিদ, অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের শুরু থেকেই পুরোপুরি জড়িত ছিল।
- এরপর থেকে কর্তৃপক্ষ স্কুলে শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে সরকারী নীতি মেনে চলতে শুরু করেছিল।
- শিক্ষক, মা-বাবা ও শিশুদের মাঝে আচরণগত পরিবর্তন দেখা গেছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, শিশুরা খুশি যে শারীরিক শাস্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।